তারিখ ...20 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

কালের কণ্ঠ

ফের ছাত্রলীগের সংঘর্ষ গোলাগুলি, আহত ১০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

একটি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড স্থগিত করাকে কেন্দ্র করে দুই দিনের মধ্যে গতকাল শনিবার আবারও সংঘর্ষ হয়েছে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে। গতকাল সংঘর্ষে ইটপাটকেল, লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল বন্ধ ঘোষণা এবং দুই ঘণ্টার নোটিশে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম গ্রুপ এবং সহসভাপতি মিজানুর রহমান মিজু গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। এর

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে সভাপতি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকারের পক্ষের এবং সহসভাপতি গ্রুপ উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহিনুর রহমানের পক্ষের বলে ক্যাম্পাসে পরিচিত।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড সম্প্রতি স্থগিত করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, সহসভাপতি গ্রুপের চাপে এ বোর্ড স্থগিত করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে সভাপতি গ্রুপের শিশির ইসলাম বাবুর গুলিতে আহত সহসভাপতি গ্রুপের কর্মী সাইদুর রহমান বাবু। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল সকাল থেকে বহিরাগত ক্যাডারদের নিয়ে দলীয় টেন্ট ও বিজ্ঞান ভবনের পাশে মুখোমুখি অবস্থান নেয় উভয় পক্ষের নেতাকর্মীরা। এতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে হালিম, আরাফাত ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিনের নেতৃত্বে শিশির ইসলাম বাবুর বিচার দাবি করে বহিরাগতদের নিয়ে একটি মিছিল বের করে সহসভাপতি মিজু গ্রুপের কর্মীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক প্রদক্ষিণ শেষে দলীয় টেন্টের সামনে গেলে প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দলীয় টেন্টে অবস্থানকারী সভাপতি গ্রুপ তাদের ওপর চড়াও হয়। এ সময় উভয় পক্ষ প্রথমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পরে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা ব্যবহার করে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ গোলাগুলি করে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি ছুড়লে ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম গ্রুপের কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর সহসভাপতি গ্রুপের কর্মীরা ধাওয়া দিলে সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা দলীয় টেন্ট ছেড়ে আবাসিক এলাকায় পিছু হটে। এ সময় সহসভাপতি গ্রুপের কর্মীরা দলীয় টেন্টে অবস্থান নেয়।

সংঘর্ষে সভাপতি গ্রুপের আব্দুর রহিম (আর্থনীতি), মনির খান (বাংলা), আতাউর রহমান (আইসিই), শোভন (ব্যবস্থাপনা), এনায়েত করিম তপু (বাংলা) এবং সহসভাপতি গ্রুপের কামারুল ইসলাম অনিক (ইতিহাস) ও বহিরাগত ক্যাডার বসিরসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। আহতদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঘটনার পর দুপুর ২টার দিকে সহসভাপতি গ্রুপের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে উপাচার্যবিরোধী মানববন্ধন করে।

জানতে চাওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি মিজানুর রহমান মিজু গ্রুপের কর্মী জুয়েল রানা হালিম বলেন, 'আমরা মিছিল বের করলে সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আমরা এ ঘটনার প্রতিবাদ করি।' তবে সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি অংশের নির্দেশে সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করেছি।' ইবি থানার ওসি চৌধুরী শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা ক্যাম্পাস স্বাভাবিক করতে দুটি ফাঁকা গুলি ছুড়ি। তবে কাউকে উদ্দেশ করে গুলি ছোড়া হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা : এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন জানান। সভা সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেল ৫টার মধ্য সব আবাসিক শিক্ষার্থীকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। তাতে বলা হয়, আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতকালীন ছুটি শুরু হওয়ার কথা। তবে ক্যাম্পাসের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে ছুটি এগিয়ে এনে আজ রবিবার থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শীতকালীন ছুটি শেষে আগামী ৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হবে।

অন্যদিকে বিকেল ৫টার মধ্য হল ত্যাগের নির্দেশে বিপাকে পড়ে শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে ছাত্রীরা। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্য ক্যাম্পাস ত্যাগ করা অসম্ভব বলছে তারা। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী শ্যামলী রায় বলেন, 'আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। বাড়ি যেতে হলে আগের দিন টিকিট কাটতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে দুই ঘণ্টার মধ্য হল ত্যাগ করা অসম্ভব। এখন বাড়ি যাওয়ার কোনো উপায় পাচ্ছি না। ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকারও কোনো জায়গা নেই।'